আলমডাঙ্গার ‘স্মৃতিস্তম্ভ-৭১’ সংস্কারের দাবি

আলমডাঙ্গার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্মারক হিসেবে পরিচিত ‘স্মৃতিস্তম্ভ-৭১’। সরেজমিনে দেখা গেছে, স্মৃতিস্তম্ভটির গায়ে খোদাই করা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামের অধিকাংশই এখন মলিন হয়ে প্রায় মুছে গেছে। স্তম্ভের চূড়ায় অঙ্কিত জাতীয় পতাকার রংও বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে থাকা আলোকসজ্জার বাতিটিও অচল অবস্থায় রয়েছে। ফলে রাতের বেলায় স্মৃতিস্তম্ভটি অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, প্রতিদিন এই পথ দিয়ে রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও অসংখ্য মানুষ চলাচল করলেও স্মৃতিস্তম্ভটির করুণ অবস্থার দিকে কার্যকর কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। ফলে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বহনকারী এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাটি ধীরে ধীরে হারাচ্ছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সৌন্দর্য।

অনেকেই মনে করেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মরণে নির্মিত একটি স্মৃতিস্তম্ভের এমন অবস্থা শুধু অবহেলারই নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনার প্রতিও এক ধরনের উদাসীনতার বহিঃপ্রকাশ।

সচেতন মহলের দাবি, দ্রুত স্মৃতিস্তম্ভটির সংস্কার, পুনরায় নামফলক দৃশ্যমান করা, জাতীয় পতাকার রং নবায়ন এবং পর্যাপ্ত আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হোক।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি স্থানীয় বাসিন্দাদের আহ্বান, মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের স্মারক ‘স্মৃতিস্তম্ভ-৭১’- কে যথাযথ মর্যাদায় সংরক্ষণ ও সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারে।

আলমডাঙ্গার মোটরসাইকেল সহ যুবক পুড়িয়ে হত্যার রহস্য উন্মোচন ও গ্রেফতার ৩

আলমডাঙ্গায় মোটর সাইকেলসহ সবুজ নামের এক যুবককে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় ৩ আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাগর (২২) ও জহুরুল ইসলাম (৪৬) নামের দু’জনকে আটক করে পুলিশ। আটক সাগর ঘটনায় জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করে আদালতে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দি দিয়েছে। এদিকে আটকৃতদের তথ্যের ভিত্তিত পাপ্পু নামের আরও একজনকে আটক করেছে পুলিশ। এদিকে হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটনের বিষয়ে গতকাল শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানায় সহকারি পুলিশ সুপার প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিস্তারিত এ তথ্য জানিয়েছেন।

আটক আটক সাগর (২২) পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের সাহাদ আলীর ছেলে ও জহুরুল ইসলাম (৪৬)। চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান, গত ১৩ নভেম্বর উপজেলার বাদেমাজু গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে পুরাতন মোটর সাইকেল ব্যবসায়ী সবুজকে মুঠোফোনে ডেকে নিয়ে যায় ঘতকরা । তারা ফরিদপুর গজারিয়ার মাঠের একটি মেহগনি বাগানে নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে। হত্যার পর লাশের পরিচয় গোপন রাখতে নিহতের মোটরসাইকেলসহ তাকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।

সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি মূল রহস্য উদঘাটনসহ ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের জন্য দিক নির্দেশনা দেন। এসপির দিক নির্দেশনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান,আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি টিম গত ১৪ নভেম্বর ভোরে অভিযান পরিচালরা করেন। এ সময় পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের সাহাদ আলীর ছেলে সাগর আলী ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়ার মৃত ইউসুফ আলী বিশ্বাসের ছেলে জহুরুল ইসলাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ বকসিপুর গ্রামের লাল্টু আলীর ছেলে নাজমুল হক পাপ্পুকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
গ্রেফতারের পর তাদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদে আমামী সাগর হত্যার সাথে

জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে অকপটে হত্যার বর্ণনা প্রদান করে। এবং স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ আদালতে দোষ স্বীকার করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি প্রদান করে।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উল্লেখ করা হয় এ হত্যাকান্ডের আগে পৌর এলাকায় অবস্থিত সরকারি ফুড গোডাউনের মধ্যে হত্যার বিষয়ে ফুড গোডাউনের নৈশপ্রহরী জহুরুল ইসলামসহ কয়েকজন একাধিক বৈঠক করে বলে পুলিশের তদন্তে এ তথ্য উঠেছে । ঘটনার সাথে জড়িত আরও কয়েকজনকে গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চাপড়া-কাশিপুর সড়কের গজারিয়া মাঠের বিজন মেহগনি বাগান থেকে পুলিশ ১৩ নভেম্বর সকালে বাদেমাজু গ্রামের জয়নাল আবেদীনের ছেলে সবুজ আলীকে মোটরসাইকেল চাপা দেওয়া অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করা লাশ উদ্ধার করে । সবুজ পুরাতন মোটর সাইকেল কেনা বেচার ব্যবসা করতো। ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায় সবুজ বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন জনৈক অনিকের ফোন পেয়ে। পরে রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। পরদিন সকালে পোড়ানে লাশ উদ্ধার হয়। এ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে গত ১৪ নভেম্বর এজাহার দায়ের করেন নিহত সবুজের পিতা জয়নাল আবেদীন।

নৃশংস এ হত্যাকান্ডের মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে হত্যাকান্ডে জড়িত মাস্টারমাইন্ডসহ দুজনকে গ্রেফতার করে হত্যা রহস্য উন্মোচনের সাফল্য অর্জন করায় ও,আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করায় পুলিশ সুপারের বলিষ্ঠ তত্বাবধান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান লালন ও আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমানের নেতৃত্বে থানা পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থাসহ বিভিন্ন এজেন্সির তৎপরতা, এক সাথে অসাধারণ টিমওয়ার্কের কারণে প্রশংসায় ভাসছেন পুলিশ প্রশাসন।

আলমডাঙ্গার গোকুলখালিতে

অ্যাম্বুলেন্স বাই-সাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে স্কুলছাত্র নিহত

দ্রুতগতির অ্যাম্বুলেন্স ও বাই-সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। আজ বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক সড়কের গোকুলখালি ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সিয়াম (১২) গোকুলখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সে চিৎলা ইউনিয়নের কয়রাডাঙ্গা গ্রামের জুমাত আলীর ছেলে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার দুপুরে গোকুলখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বাই-সাইকেল যোগে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সিয়াম। এ সময় রাস্তা পারাপারের সময় বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতির অ্যাম্বুলেন্সের সাথে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্কুলছাত্র সিয়াম ছিটকে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে রক্তাক্ত জখম হয়।

স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে, পথেই সে মারা যায়। এ সময় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী গোকুলখালি ব্রিজ এলাকায় সড়ক অবরোধ করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

হাঁপানিয়া পুলিশ ক্যাম্পের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মিজানুর রহমান জানান, দুপুরে স্কুল ছুটির পর বাইসাইকেল যোগে বাড়ি যাচ্ছিল সিয়াম। এসময় রাস্তা পারারের সময় অ্যাম্বুলেন্সের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।
এতে গুরুত্বর আহতাবস্থা স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত স্কুলছাত্রের মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বউ বাড়িতে ফিরবে জেনে স্বামীর বিষপানে আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার ফরিদপুরে স্ত্রীর উপর অভিমান করে ঘাস মারা বিষপানে রবিউল হক (৬৫) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনাটি রবিবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর বাজার প্রাঙ্গণে ঘটেছে। মৃত রবিউল হক ফরিদপুর গ্রামের মৃত জেহের আলী বিশ্বাসের ছেলে। এ ঘটনায় মৃত রবিউলের ছেলে বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে।

এজাহার সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের মৃত জেহের আলীর ছেলে রবিউল হক। গত ৬ জুলাই রবিউলের স্ত্রী রিনা খাতুনের সাথে গোলোযোগ হয়। এ কারণে রিনা খাতুন তার পিতার বাড়িতে চলে যায়। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় রবিউল তার স্ত্রীকে বাড়ি চলে আসতে বলে। রিনা তার কথায় রাজি না হয়ে বাড়িতে ফিরবে না বলে জানায়।

এমন ঘটনার জের ধরে রবিউল তার ছোট ছেলের বাড়ি থেকে ঘাষ মারা বিষপান করে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নেবার চেস্টা করলে পথের মধ্যে সে মৃত্যু বরণ করে।

এ ঘটনায় মৃত রবিউলের ছেলে রুবেল বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেন।